Global Alliance for
Disaster Risk Reduction & Resilience
in the Education Sector

গবেষণা ও তার প্রয়োগের সংক্ষিপ্তসার

Victoria Johnson[1], Briony Towers[2], and Marla Petal[3]

[1]Private Consultant
[2]RMIT University
[3]Save the Children

গবেষণা ও তার প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারাবাহিক সংখ্যা

গবেষণা পত্রের এই প্রকাশিত সংখ্যাগুলি শিশুকেন্দ্রিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি কম করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং স্কুল নিরাপত্তা নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহের কাজ করে থাকে। এই সংক্ষিপ্ত সারটি শৈশবকালের ও যে কোন দুর্যোগের ঝুঁকি কম করা নিয়ে গবেষণার মূল বিষয়গুলোকে তুলে ধরে।

সম্পূর্ণ গবেষণা সম্পর্কে জানার জন্য নিচের লিঙ্কটি দেখুন —

www.gadrrres.net/resources

C&A Foundation

Save the Children

RISK FRONTIERS

C&A

স্কুলে আপদ্‌কালীন অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য নির্দিষ্ট মহড়া (ড্রিল) (School Emergency Drills)

এটা প্রমাণিত যে স্কুলে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য নির্দিষ্ট মহড়া (ড্রিল) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রস্তুতির সুফল প্রমাণিত। এই বিষয়ে সাধারণ সত্য আপদ্‌কালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্কুলে নির্দিষ্ট মহড়া শিশুদের ও প্রাপ্ত বয়স্কদের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ করে দেয় যাতে তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শেখার ও চর্চা করার সুযোগ পায়। এই গবেষণা এই স্কুলভিত্তিক মহড়া গুলিকে আরও কার্যকারী কি করে করা যায় সেই বিষয়ে নানা প্রস্তাব দিয়েছে।

এই গবেষণা থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা দুটি ক্ষেত্রে যেসব সুপারিশ করেছে তা হল— "প্রতিটি ব্যক্তির দক্ষতা তৈরী করা, স্কুলভিত্তিক মহড়াগুলিকে আরও সুপরিকল্পিত ভাবে আয়োজন করা যায়, বাস্তব পরিস্থিতির পরীক্ষা, বিভ্রান্তিগুলিকে এড়ানো, বিশ্বাস তৈরী করা, বিভিন্ন সংগঠনের দক্ষতা তৈরী, কাজের পর্যালোচনা করা ও মতামত দেওয়া, স্কুল, পরিবার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় তৈরী করা।

কার্যকরী স্কুল মহড়া (ড্রিল) পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকার থেকে প্রমাণিত তথ্য ও স্কুলের মহড়াগুলি আরও কার্যকরী কিভাবে করা যায় সেই বিষয়ে আলোকপাত করে।

১. স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে তার ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন করা এবং এই ধরণের দুর্যোগের পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা শেখায়।

সবার ধারণা অনুযায়ী স্কুলে এই মহড়াগুলোর অনুশীলন শিশুদের নিরাপদে যে কোন দুর্যোগের মোকাবিলা করতে শেখায়। এর ফলে ভূমিকম্পের সময় 'ড্রপ, কভার এবং হোল্ড' এই বিষয়গুলি একরকম অভ্যাসে পরিণত হয় (ডেংলার ২০১৪)। যদি ও এটা প্রমাণিত যে যা মহড়া করা হয় তা সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। যেমন- ভূমিকম্পের ফলে বাড়িটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বিদ্যুতের লাইনগুলোর ক্ষতি হয় তাই বাইরে যাওয়ার চেয়ে, নির্দিষ্ট কোন বাড়িতে থাকাই নিরাপদ হতে পারে (টিপলার, টারান্ট, জনস্টন ও টফিন, ২০১৫)। এই ধরণের মহড়াগুলি যে কোনো মানুষকে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে সেই অবস্থার মূল্যায়ণ ও সেই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়।

২. এই মহড়াগুলি বিভিন্ন বয়সের স্তর ও দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হওয়া উচিত। যারা এ নিয়ে কাজ করছেন তারা বাচ্চাদের নির্দিষ্ট শক্তির ও ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারেন। বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের শারীরিক ক্ষমতা ও দক্ষতা নানা রকমের হয়ে থাকে তাদের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার ভিত্তিতে। সেই জন্য আপদ্‌কালীন অবস্থার জন্য যে সব দক্ষতা শেখানো হয় সেগুলো শিশুর বয়স ও ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হওয়া উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে প্রতিবন্ধী শিশুদের নির্দিষ্ট ভাবে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও বাড়তি অনুশীলন প্রয়োজন।

শিশুদের ক্ষমতা ও দক্ষতার সদ্‌ ব্যবহার করা উচিত। যেমন- শিশুরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কঠিন পরিস্থিতিতে অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করে (ডেজালি, ড্রুরি, ডারসারি, কাডামুবো, ২০১৬)। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষমতা যা সযত্নে গড়ে তোলা উচিত। যারা এই বিষয়ে কাজ

করেন তারা শিশুদের দুর্বল এবং অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর নির্ভরশীল না ভেবে, শিশুদের বয়স অনুযায়ী নিজেদেরকে নিরাপদ রাখা ও দুর্যোগের সময় অন্যদের সাহায্য করতে শেখানো উচিত।

৩. স্কুলে যে দুর্যোগ মোকাবিলা মহড়াগুলি হয় সেগুলো বিভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতিতে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। যখন স্কুলকর্মী, শিক্ষার্থী, পরিবার স্কুলের বিপর্যয় মোকাবিলার প্রাথমিক পদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়ে যায় তখন নিম্নলিখিত মহড়াগুলি স্কুলে ও স্থানীয় এলাকাতে আকস্মিক ভাবে তাদের প্রস্তুতি জানা বা বোঝার জন্য করা উচিত ঃ

অঘোষিত বা অপ্রত্যাশিত মহড়া- ক্লাসচলাকালীন না করে দুপুরের খাবারের বিরতির সময়।

সম্পূর্ণ নকল বা তৈরী করা মহড়া যেখানে যে কোনো বিপর্যয়ের শুরু থেকে বাচ্চাকে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিটি পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত

নতুন এবং অন্য ধরণের প্রতিকূলতা (বা কঠিন পরিস্থিতি) যেমন - বেরোনোর দরজা বন্ধ বা ভূমিকম্প পরবর্তী মৃদু ভূমিকম্পের অনুভূতি।

এই ধরণের মহড়া চলাকালীন একে অপরের ভুল ধরা বা দোষারোপ করা উচিত নয়। কারণ ভবিষ্যতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার জন্য ভুল থেকে শেখা জরুরী।

৪. সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে মহড়া সম্পর্কে আলোচনা, মূল্যায়ন, এবং যা শেখানো হয়েছে তার থেকে আগামীদিনে তা প্রয়োগ করা। স্কুল মহড়াগুলোর ফলাফল মূল্যায়ণ করার জন্য পর্যবেক্ষণ হল একটি উপায়। তাই ছাত্রছাত্রীরা যা অনুশীলন করছে তা সঠিকভাবে বুঝছে কিনা তা বোঝা মুশকিল। প্রশ্ন করা, শিশুদের জিজ্ঞাসা করা, দলে আলোচনা করার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব যে ছাত্রছাত্রীরা যা অনুশীলন করছে তা তারা কতটা শিখেছে। স্কুল মহড়ার পরবর্তী আলোচনাগুলোতে কর্মী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের যুক্ত করা উচিত। তাদের কাজের তালিকা তৈরী করা উচিত। স্কুলের মধ্যে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া উচিত যাতে স্কুলে দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনা আরও উন্নত হয়।

৫. বিপর্যয়ের সময় বাড়ি খালি করে বেরোনো, আশ্রয়ে পৌঁছানো, নিজেকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে রাখা এই প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সংকেত হওয়া উচিত যা সহজেই পৃথকভাবে বোঝা যায়। মহড়া চলাকালীন মৌখিক ঘোষণা হওয়া উচিত। সংকেত ও সাইরেনের ব্যবহার স্কুলে আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বাড়ি খালি করার, নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থানে পৌছানোর কোনো জায়গায় নিজেকে আটকে রাখার জন্য আলাদা আলাদা সংকেতের ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেকোন মহড়ার আগে জরুরী ঘোষণা হওয়া উচিত। যেমন- 'এটি একটি আপৎকালীন মহড়া' যাতে সবাই আলাদাভাবে বুঝতে পারে।

৬. যদি খুব সুপরিকল্পিতভাবে এই মহড়াগুলো পরিচালনা করা হয়- তাহলে তা শিশুদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরী করবে না। সাম্প্রতিক কোনো আপৎকালীন অবস্থার পরে এই মহড়া পরিচালনা করলে তা শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা তৈরী করবে। অনেক সময় অভিভাবক, শিক্ষক ও স্কুল এর পক্ষ থেকে উদ্বেগের কারণ থাকে যে এই ধরণের মহড়া দুর্যোগ মোকাবিলার শিক্ষার জন্য শিশুরা উদ্বিগ্ন হবে ও ভয় পেতে পারে। যদিও গবেষণায় দেখা গেছে যে সুপরিকল্পিত মহড়া ও এইধরণের শিক্ষামূলক জিনিষ শিশুদের উদ্বেগ বাড়ায়না, বরং তাদের মোকাবিলা করার দক্ষতা, নিজেদের প্রতি আস্থা বাড়িয়ে তোলে। (জনস্ন, রোনান্ ইত্যাদি ২০০৪)

আরো তথ্যের জন্য

এই গবেষণার সংক্ষিপ্তসার সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে শিশু কেন্দ্রিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানো এবং সার্বিক স্কুল নিরাপত্তার গ্রন্থপঞ্জী জানতে দেখুন

https://www.zotero.org/groups/1857446/ccrr__css

এই সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে 'স্কুল মহড়া' শব্দ ব্যবহার করে খুঁজুন।

যে বইগুলি পড়তে পারেন

International Finance Corporation (IFC), (2010), Disaster and Emergency Preparedness: Guidance for Schools.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies & Save the Children (2018), Public Awareness and Public Education for Disaster Risk Reduction: Action-Oriented Key Messages for Households and Schools (2nd Edition).

Petal, M (2008), Disaster Prevention for Schools: Guidance for Education Sector Decision-Makers.

US Department of Education (2013), Guide for developing high-quality school emergency operations plans.